আমি তোমার বাণীর প্রতি উৎসর্গিত

রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৮ হিজরীর

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

06 Rabiul Awal 1448 Hijri



৬ই রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ২০ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

আমি তোমার বাণীর প্রতি উৎসর্গিত

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... এই বাক্যগুলোর গভীরতা তো সমুদ্রের মতো
- ★... যাঁর প্রতিটি কথা খোদার ওহী
- ★... রসিকতায়ও সত্যই বলেন
- ★... স্বপ্নের বিষয়টিও সত্য হয়ে গেল

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(**I**slamic **R**esearch **C**enter)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়ত ৪
এই বাক্যগুলোর গভীরতা তো সমুদ্রের মতো ৪
সেই মুখ মুবারকের সতেজতায় লক্ষ লক্ষ সালাম ৭
মিম্বর দুলে উঠল ৮
কি মহান শান ৯
এই মুখে সর্বদা সত্যই বের হয় ১১
যাঁর প্রতিটি কথা খোদার ওহী ১২
আবু উমাইরের চড়ুই পাখি ১৩
রসিকতায়ও সত্যই বলেন ১৫
উচ্চাকাঙ্ক্ষী কথাবার্তা ১৬
একটি মহান সুন্নাত ১৮
প্রিয় আক্বা সাদিকও, মাসদুকও ১৯
কূপের পানি মিষ্টি হয়ে গেল ২০
স্বপ্নের বিষয়টিও সত্য হয়ে গেল ২১
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: দরস ২৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করবে এবং এভাবে আরয করবে: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও) আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম পাঠাবে এবং এভাবে আরয করবে: اَللّٰهُمَّ بَاعِدْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ (অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখো)।

(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, ৯/৪০, হাদীস: ৯৮৩৮)

بیٹھتے اٹھتے، جاگتے سوتے | ہو اِلٰہی مرا شِعار درود

বেয়ঠতে উঠতে, জাগতে সোতে
হো ইলাহী মেরা শেআর দুরুদ

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ১২৪)

ব্যাখ্যা: হে আল্লাহ পাক! এমন তাওফিক দান করো যাতে বসা, উঠা, শোয়া, জাগা; সব সময় দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকার অভ্যাস হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদবের সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই বাক্যগুলোর গভীরতা তো সমুদ্রের মতো

একজন সাহাবী ছিলেন: হযরত দ্বিমাদ বিন সালাবা আযদী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ঈমান কবুল করেছিলেন, বরং তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যে প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখনও নবুওয়াতের ঘোষণা দেননি, তার আগেও তিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন। হযরত দ্বিমাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ চিকিৎসক ছিলেন এবং সেই

যুগের রীতি অনুযায়ী দমও করতেন। তিনি ইয়ামেনে থাকতেন এবং সেখানে মানুষের চিকিৎসা করতেন। **(আল ইসতিয়াব, ২/৩০৩)**

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আসুন! শুনি: মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনাব দ্বিমাদ (যিনি তখন মুসলমান ছিলেন না) এবং মন্ত্র ইত্যাদি পড়ে জ্বীন ছাড়াতেন। একদিন তিনি মক্কা মুকাররমায় এলেন। এখানে অমুসলিমরা রটিয়ে দিয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (مَعَاذَ اللّٰہ) উন্মাদ হয়ে গেছেন। জনাব দ্বিমাদ যখন তা শুনলেন তখন বললেন: আমি তাঁকে দেখি, হতে পারে আমার মন্ত্রের মাধ্যমে তিনি শিফা পেয়ে যাবেন। অতএব জনাব দ্বিমাদ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! সেই পবিত্র দরবারের শানই আলাদা...!! মাওলানা হাসান রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন:

اُن کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں | جو وہاں پہنچا، وہیں کا ہو گیا

উন কে জলওয়োঁ মে হে ইয়ে দিলচসপিয়াঁ
জো ওয়াহাঁ পৌঁহুচা, ওহীঁ কা হো গেয়া

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৩৫)

যাই হোক! জনাব দ্বিমাদ প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করলেন: আমি জ্বীন ছাড়ানোর মন্ত্র জানি, আল্লাহ পাক আমার হাতে শিফাও রেখেছেন, আমি কি আপনাকে দম করে দেব...?

اَللّٰہُ اَکْبَر! যিনি সমস্ত জগত বরং জ্বীনদেরও নবী, তাঁর কি কোনো জ্বীনের ভয় থাকতে পারে...!! প্রকৃতপক্ষে দমের প্রয়োজন তো ছিল জনাব দিমাদ এর। অতএব প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে দম করে দিলেন। কী দম করলেন? শুনুন! রেওয়ায়তের শব্দগুলো হলো: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জনাব দিমাদ এর কথা শুনে ইরশাদ করলেন:

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ ، نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ، مَنْ یَّھْدِہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ، وَمَنْ یُّضْلِلْ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ
وَاَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই। যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তাঁর দরবার থেকে বিতাড়িত করা হয় তার কেউ পথপ্রদর্শক হতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ পাক ছাড়া কোনো ইবাদতের যোগ্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহ পাকের বান্দা ও রাসূল।

প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই কয়েকটি মুবারক বাক্য জনাব দ্বিমাদ এর উপর প্রভাব বিস্তার করলো, বলতে লাগলেন: হে মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই (সুন্দর সুন্দর) বাক্যগুলো পুনরায় শোনান! তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন বরকতময় মুখে পুনরায় এই বাক্যগুলো ইরশাদ করলেন। জনাব দ্বিমাদ বললেন: আরও একবার শুনিয়ে দিন! তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তৃতীয়বার এই বাক্যগুলো ইরশাদ করলেন। এখন তো জনাব দিমাদ এর বক্ষ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি

বললেন: ✯ আমি গণকদের কথা শুনেছি ✯ জাদুকরদের কথা শুনেছি ✯ কবিদের কবিতা শুনেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন বাণী কখনো শুনিনি; এই মুবারক বাক্যগুলোর গভীরতা তো সমুদ্রের মতো। এ কথা বলে জনাব দ্বিমাদ হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন: هَاتِ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلَى الْاِسْلَام অর্থাৎ হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হাত বাড়িয়ে দিন! কালেমা পড়িয়ে আমাকে আপনার বানিয়ে নিন! **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৩১০, হাদীস: ৮৬৮)**

آپ کے دَر کی عجب توقیر ہے	جو یہاں کی خاک ہے، اِکسیر ہے
کام جو اُن سے ہوا، پُورا ہوا	اُن کی جو تدبیر ہے، تقدیر ہے
جس سے باتیں کی، انہیں کا ہو گیا	واہ! کیا تقریر پُر تاثیر ہے

আপ কে দর কী আজব তওকীর হে
জো ইয়াহাঁ কী খাক হে, ইকসীর হে
কাম জো উন সে হুয়া, পুরা হুয়া
উন কী জো তদবীর হে, তকদীর হে
জিস সে বাতেঁ কী, উনহী কা হো গেয়া
ওয়াহ! কিয়া তকরীর পুরতাসীর হে

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ২২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সেই মুখ মুবারকের সতেজতায় লক্ষ লক্ষ সালাম

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণীরও কী অনন্য শান...!! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপাদমস্তক মুজিযা। ✯ হাত মুবারক মুজিযা ✯ চোখ মুবারক মুজিযা ✯ নাসিকা মুবারক মুজিযা ✯ এবং কুরবান হয়ে যাই!

মুখ মুবারক (মুখের ভেতরের অংশ)ও মুজিযা। ✯ এই মুখ মুবারকে উৎপন্ন হওয়া লুয়াব শরীফ (থুতু মুবারক) লবণাক্ত কুপে পড়লে তাকে মিষ্টি করে দেয় ✯ বেরিয়ে আসা চোখে লাগলে চোখ ঠিক হয়ে যায় এবং আগের চেয়ে বেশি জ্যোতির্ময় হয়ে যায় ✯ ভেঙে যাওয়া বাহুতে লাগলে বাহু জুড়ে যায় ✯ কারো মুখে চলে গেলে সমস্ত মন্দ স্বভাব থেকে মুক্তি দিয়ে দেয় ✯ এবং এই মুবারক মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দের প্রভাব এমন যে, তা কানের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং হৃদয়ের সমস্ত কালিমা দূর করে হৃদয়কে উজ্জ্বল ও চকচকে করে দেয়।

মিম্বর দুলে উঠল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত দ্বিমাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন। ✯ তাঁর মাঝে রূহ ছিল ✯ শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল ✯ কেবল অন্তর মৃত ছিল। প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাণীর প্রভাবে তাঁর অন্তর জীবিত হয়ে গেল...!! কিন্তু মনে রাখবেন যে, এই মুবারক বাণী কেবল মৃত অন্তরকেই জীবিত করে না বরং প্রাণহীন বস্তুতেও প্রাণ সঞ্চার করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বর মুবারকের উপর তাশরীফ আনলেন। তিনি খুতবা দেওয়ার সময় এই আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করলেন:

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ

(পারা ২৪, সূরা যুমার, আয়াত ৬৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তারা আল্লাহর সম্মান করেনি; যেমনিভাবে করা উচিত ছিল।

অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভঙ্গিতে আল্লাহ পাকের শান বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর এই মুবারক বাণী শুনে কাঠের তৈরি মিম্বর মুবারকও আনন্দে দুলতে শুরু করল। হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবা দিচ্ছিলেন এবং মিম্বর এমনভাবে দুলছিল যে, আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, কখন জানি তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঘাত লেগে যায়।

(ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা: ১৯৬০, হাদীস: ৭৩২৭)

اُس کی باتوں کی لذّت پہ لاکھوں درود | اُس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام

উস কী বাতোঁ কী লযযত পে লাখোঁ দুরুদ
উস কে খুতবে কী হায়বত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩০২)

ব্যাখ্যা: প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কথার মাধুর্যের উপর লক্ষ লক্ষ দরূদ হোক এবং তাঁর প্রভাবাশালী খুতবার উপর লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কি মহান শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি ভাবার বিষয় রয়েছে। কালাম বা বাণী কাকে বলে? আমাদের বুকে ফুসফুসের ভেতর বাতাস থাকে। যখন আমরা কথা বলার ইচ্ছা করি তখন সেখান থেকে সেই বাতাস উঠে, এরপর গলা ও মুখের বিভিন্ন অংশের সাথে ধাক্কা খেয়ে শব্দের রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের এই শব্দগুলো বুক থেকে উঠা সেই বাতাসের মাধ্যমে তৈরি হয়। শব্দের যে পার্থক্য, তা মাখরাজের মাধ্যমে হয়। ✯ যদি সেই বাতাস কণ্ঠনালীর নিচের অংশ থেকে ধাক্কা খেয়ে বের হয়

তবে ‘হামযা’ হয় ✯ কণ্ঠনালীর মাঝখানের অংশ থেকে বের হলে ‘আইন’ হয় ✯ জিহবার গোড়া ও তালুর শক্ত অংশের সাথে ধাক্কা খেলে ‘কাফ’ হয় ✯ দুই ঠোঁটের ভেজা অংশ থেকে বের হলে ‘বা’ হয় ✯ মোটকথা মূল হলো বুক থেকে উঠা বাতাস, তা থেকেই শব্দ হয়, তা থেকেই বাক্য হয় এবং তা থেকেই কালাম বা বাণী হয়। এখন ভাবার বিষয়; নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বুক মুবারক থেকে উঠা সেই মুবারক বাতাস যখন মুবারক জিহ্বার মাধ্যমে বাণী হয়ে বের হয়, তখন সেই বাতাসে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, মৃত তো মৃতই, একদম প্রাণহীন বস্তু; যাতে কখনো প্রাণ ছিলই না; তাতেও প্রাণ ফিরে আসে, সেগুলোও এই মুবারক বাণী শুনে দুলে উঠতে থাকে।

এখন ভাবুন! যখন বুক মুবারক থেকে উঠা বাতাসের এই প্রভাব, তবে ✯ মুবারক হাতের প্রভাব কেমন হবে ✯ সেই প্রিয় ও সুন্দর চোখের শান কেমন হবে ✯ মুবারক কানের শান কেমন হবে ✯ মুস্তফার আপাদমস্তক সত্তার প্রভাব কেমন হবে...? মাওলানা হাসান রযা খাঁন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কী চমৎকার বলেছেন:

سَر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب — خوبرُویوں میں نہیں تیرا جواب
حُسن ہے بے مِثل، صُورت لاجواب — میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب
تم سے اُس بیمار کو صحت ملے — جس کو دے دیں حضرتِ عیسیٰ جواب

সর সে পা তক হার আদা হে লাজাওয়াব
খুবরুয়োঁ মেঁ নেহীঁ তেরা জাওয়াব
হুসন হে বেমিস্ল, সূরত লাজাওয়াব
মে ফিদা তুম আপ হো আপনা জাওয়াব

তুম সে উস বিমার কো সেহত মিলে
জিস কো দে দেঁ হযরতে ঈসা জাওয়াব

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯)

এই মুখে সর্বদা সত্যই বের হয়

আবু দাউদ শরীফ হাদীসে পাকের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব। এতে হাদীসে পাক রয়েছে: সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: আমার অভ্যাস ছিল প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে যা কিছু শুনতাম তা লিখে রাখতাম। কুরাইশদের কিছু লোক আমাকে বলল: হে আব্দুল্লাহ! মানুষের অবস্থা পরিবর্তনশীল ✯ কখনো মানুষ রাগান্বিত থাকে ✯ কখনো আনন্দের অবস্থায় থাকে। সুতরাং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি কথা লিখো না! তিনি বলেন: এটি শুনে আমি লেখা ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি পুরো বিষয়টি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করলাম। তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মুবারক আঙুল দিয়ে আপন মুখের দিকে ইশারা করে ইরশাদ করলেন: اُكۡتُبۡ অর্থাৎ হে আব্দুল্লাহ! আমার প্রতিটি কথা লেখো! فَوَالَّذِیۡ نَفۡسِیۡ بِیَدِہٖ، مَا یَخۡرُجُ مِنۡہُ اِلَّا حَقٌّ ঐ সত্তার শপথ যাঁর কবজায় আমার প্রাণ...!! এই (মুখ) থেকে সত্য ছাড়া কিছুই বের হয় না।

(আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা: ৫৭৮, হাদীস: ৩৬৪৬)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আমার আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণীর কী অনন্য শান...!! এক আমরা অযোগ্য মানুষ ✯ রাগান্বিত হলে আজেবাজে বকতে শুরু করি ✯ আনন্দে থাকলে বুঝতেই পারি না কী বলছি ✯ কারো প্রশংসা করতে গেলে মিথ্যা অতিরঞ্জন করে প্রশংসার পঞ্চমুখ হই ✯ কারো বদনাম করতে গেলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দেই কিন্তু কুরবান

হয়ে যাই! এটি আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাণী ✯ অসন্তুষ্ট অবস্থায় থাকলেও সত্য বলেন ✯ খুশির অবস্থায় থাকলেও সত্যই বলেন ✯ মোটকথা যেকোনো অবস্থায় এই মুবারক মুখ দিয়ে কখনো ভুল কথা তো দূরের কথা, একটি ভুল অক্ষরও কখনো উচ্চারিত হয়নি।

যাঁর প্রতিটি কথা খোদার ওহী

আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে তাঁর শান বর্ণনা করে ইরশাদ করেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৩, ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তাতো নয়, কিন্তু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: এই আয়াতগুলোর ২টি অর্থ হতে পারে: (১) প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফানা ফিল্লাহর ঐ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে আছেন যে, কালাম এক আল্লাহ পাকের, কিন্তু জারি হচ্ছে এই পবিত্র মুখ দিয়ে। (২) দ্বিতীয় অর্থ হলো যে, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখে যে কথাই জারি হোক, তার দু'টিই রূপ হবে: প্রথম রূপটি হলো যে, তা আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কুরআন হবে, দ্বিতীয় রূপটি হলো, তা হাদীস বলে গণ্য হবে; আর এই উভয়টিই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওহী। কুরআনকে 'ওহীয়ে জলী' বলা হয়, যা নামাযে তিলাওয়াত করা হয়। হাদীসে পাককে 'ওহীয়ে খফী' বলা হয়, যা নামাযে তিলাওয়াত হয় না। **(শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা: ২২৭-২২৮)**

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى سے ہے روشن | زبانِ مقدّس پہ حق بولتا ہے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى **সে হে রৌশন**
যবানে মুকাদ্দাস পে হক বোলতা হে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কুরআনী আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখনই মুখ খোলেন, মুবারক জিহ্বাকে নাড়ান, তাতে নফসের ইচ্ছার সামান্যতম অংশও থাকে না। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

وہ دہن جس کی ہر بات وَحیٔ خُدا | چشمۂ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام

ওয় দাহান জিস কী হার বাত ওহীয়ে খোদা
চশমায়ে ইলম ও হিকমত পে লাখোঁ সালাম

ব্যাখ্যা: আপনার মুবারক মুখ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি কথা আল্লাহ পাকের ওহী। আপনার মুবারক মুখ, যা ইলম ও হিকমতের ঝর্ণাধারা, তার প্রতি লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

আবু উমাইরের চড়ুই পাখি

প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ছোট ভাই ছিলেন: হযরত আবু উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তিনি ছোট শিশু ছিলেন এবং একটি চড়ুই পাখি পুষেছিলেন, তার সাথে খেলা করতেন। একদিন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। দেখলেন যে, হযরত আবু উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মন খারাপ করে বসে আছেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তার কী হয়েছে? আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তার চড়ুই পাখিটি মারা গিয়েছে। প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার মন ভালো করার জন্য ইরশাদ করলেন: يَا اَبَا عُمَيْر! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ অর্থাৎ হে আবু উমাইর! চড়ুই পাখিটির কী হলো...? **(আল আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা: ২৫২, হাদীস: ৮৪৭)**

এখন এটি একটি বিশেষ ঘটনা, সংক্ষিপ্ত একটি কথা ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরের উপর খুতবা দিচ্ছিলেন না ✯ দরস দিচ্ছিলেন না ✯ নেকীর দাওয়াত দিচ্ছিলেন না ✯ কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা করছিলেন না ✯ বরং সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের এখানেও বাচ্চারা অনেক সময় দুঃখিত হয়, মন খারাপ করে, আমরাও তাদের বুঝাই। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র একজন দুঃখী বাচ্চাকে ভোলানোর জন্য, তার মনে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য কেবল দু'টি বাক্য ইরশাদ করলেন: তাঁর এই মহান বাণীও দ্বীনে অনেক বড় মর্যাদা রাখে; এমন মর্যাদা যে, ওলামায়ে কিরাম এই হাদীসে পাক থেকে ৪০০টি ইলমি মাসয়ালা বের করেছেন।

(নাইলুল ইবতিহাজ, নাম্বার: ৫৪১, পৃষ্ঠা: ৪১১)

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেছেন না:

میں نثار تیرے کلام پر، ملی یُوں تو کس کو زَباں نہیں
وہ سُخن ہے جس میں سُخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں

মে নিসার তেরে কালাম পর, মিলি ইউঁ তো কিস কো যবাঁ নেহীঁ
ওহ সুখন হে জিস মেঁ সুখন না হো, ওহ বয়াঁ হে জিস কা বয়াঁ নেহীঁ

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১০৭)

ব্যাখ্যা: প্রতিটি বক্তার বাণীর উপর আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু হে আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার বাণীর উপর উৎসর্গিত, আপনার বাণী ত্রুটিমুক্ত এবং তিনি এমন কথোপকথন করেন যার গুণাবলী বর্ণনা করতে আমরা অক্ষম।

রসিকতায়ও সত্যই বলেন

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একদিন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি যে সংবাদই তোমাদের দিই, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে না। **(মুসনাদে বাযযার, ১৫/৩৪০, হাদীস: ৮৯০০)** সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাদের সাথে রসিকতাও তো করেন? (এই রসিকতাপূর্ণ বাণীও কি সত্য হয়ে থাকে?) ইরশাদ করলেন: اِنِّیْ لَا اَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا নিশ্চয়ই আমি সত্য ছাড়া কিছুই বলি না। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/৩৩৯, হাদীস: ৮৭০৫)**

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি মুস্তফার রসিকতার শান যে, কৌতুকের ছলেও যা কিছু বলেন তা সত্যই বলেন; কখনো মুবারক মুখে অসত্য কথা আসেই না।

پسندِ حق تَعَالٰی تیری ہر بات | ترے انداز خوش، تیری ادا خوش

পছন্দে হক তাআলা তেরী হার বাত
তেরে আন্দায খুশ, তেরী আদা খুশ

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ১৩৯)

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কথাবার্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে আমাদের জন্যও একটি শিক্ষা রয়েছে। আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কেমন?

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝
(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।

আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নফসের ইচ্ছায় কথা বলেন না। এখন চিন্তা করুন আমাদের অবস্থা কী? সম্ভবত আমাদের ১০০টি কথার মধ্যে ৯৯টি কথাই নফসের ইচ্ছার কারণে হয়ে থাকে। ✯ মন চাইল কথা বলি, বলা শুরু করলাম ✯ মন চাইল খোশগল্প করি, খোশগল্প শুরু করলাম ✯ নফস চায় আমরা নিজেদের ডাক নিজেরা পেটাই অর্থাৎ নিজেদের মুখেই নিজেদের প্রশংসা শুরু করে দেই ✯ নিজেদের গোপন নেকীগুলো প্রকাশ করা এবং সেগুলোর উপর নিজেদের বড়ত্ব জাহির করা শুরু করি ✯ নফস চায় তো মানুষ গীবতও করি ✯ চোগলখোরীও করি ✯ মিথ্যাও বলি ✯ ঠাট্টা-তামাশার মজলিসও বসে ✯ একে অপরের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয় ✯ অহেতুক কথাও হয় ✯ মুখের মাধ্যমে গুনাহের পাহাড়ও জমা করা হয়।

এটি সত্য যে, আমাদের উপর ওহী আসবে না, ওহীর দরজা বন্ধ; প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী হয়ে তাশরীফ এনেছেন, এখন কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নতুন নবী আসবেন না, কারো উপর ওহী অবতীর্ণ হবে না। অর্থাৎ যদিও আমরা ওহীর মাধ্যমে কথা বলতে পারি না, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তো করতে পারি...!! আল্লাহ পাক যে কথাগুলোতে অসন্তুষ্ট হন, সেই কথাগুলো থেকে তো

বাঁচতে পারি। ✯ যে কথাগুলোতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়া যায়, সেই কথাগুলো তো আমরা বলতে পারি। কিন্তু আফসোস! আজ অদ্ভূত যুগ হয়ে গেছে; যে কথাগুলোতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি রয়েছে, তা বলতে আমাদের লজ্জা লাগে, সংকোচ হয়। ✯ নেকীর দাওয়াত দেওয়ায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি রয়েছে কিন্তু আমরা লজ্জা পাই ✯ আযান দেওয়ায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি রয়েছে, আমরা লজ্জা পাই ✯ দরস দেওয়ায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি রয়েছে কিন্তু আমাদের দ্বারা দেওয়া হয় না, সংকোচ হয়। ✯ অন্যদিকে দেখুন! যে কথাগুলোতে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি রয়েছে, সেই কথাগুলো মানুষ অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে করছে। ✯ অশ্লীল কথা বলা হয় ✯ গালি দেওয়া হয় ✯ গীবত ও চোগলখুরী করা হয় ✯ মিথ্যা অপবাদও দেওয়া হয় ✯ অত্যন্ত নির্ভিকতার সাথে মিথ্যাও বলা হয়। আফসোস! এই গুনাহে ভরা কথাগুলো বলতে মানুষের লজ্জা লাগে না।

اللہ ہمیں کر دے عطا قُفلِ مدینہ
بَک بَک کی یہ عادت نہ سرِ حشر پھنسا دے
بڑھتا ہے خَموشی سے وقار اے مرے پیارے

ہر ایک مسلماں لے لگا قفلِ مدینہ
اللہ زَباں کا ہو عطا قفلِ مدینہ
اے بھائی! زَباں پر تُو لگا قفلِ مدینہ

আল্লাহ হামেঁ কর দে আতা কুফলে মদীনা
হার এক মুসালমাঁ লে লাগা কুফলে মদীনা
বক বক কী ইয়ে আদত না সরে হশর ফাঁসা দেয়
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা
বড়তা হে খামোশী সে ওয়াকার এ্যয় মেরে পেয়ারে
এ্যয় ভাই! যবাঁ পর তু লাগা কুফলে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

একটি মহান সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটিও প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সুন্নাত যে, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অহেতুক কিছুই বলতেন না; যা বলতেন তা অর্থবহ হতো, হিকমতে ভরপুর হতো। সুতরাং আমাদের উচিত এই সুন্নাতের উপরও আমল করা; জিহ্বাকে হিফাযত করা, সর্বদা ভালো কথাই বলা, অহেতুক ও গুনাহে ভরা কথা থেকে সবসময় বাঁচতে থাকা। ✯ প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমাকে তার চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (অর্থাৎ জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) জামিনদারী দিবে, আমি তাকে জান্নাতের জামানত (গ্যারান্টি) দিব। **(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, পৃষ্ঠা: ১৫৯১, হাদীস: ৬৪৭৪)** ✯ এক রেওয়ায়তে রয়েছে: নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন কিছু ঘর আছে যার ভেতর থেকে বাইরের অংশ এবং বাইরে থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায়। এক গ্রাম্য ব্যক্তি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটি কাদের জন্য? প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ✯ যে ভালো কথা বলে ✯ খাবার খাওয়ায় ✯ নিয়মিত রোযা রাখে ✯ এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়ে। **(তিরমিযী, , পৃষ্ঠা: ৫৯৭, হাদীস: ২৫২৭)** ✯ অন্য একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: ভালো কথা বলা সদকাস্বরূপ। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৭৬৮, হাদীস: ২৯৮৯)**

یارب! نہ ضَرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں!
اکثر مرے ہونٹوں پہ رہے ذِکرِ مُحَمَّد

اللہ! زَباں کا ہو عطا قفلِ مدینہ
اللہ! زَباں کا ہو عطا قفلِ مدینہ

ইয়ারব! না যরুরত কে সিওয়া কুছ কভী বোলুঁ!
আল্লাহ! যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা

আকসর মেরে হোঁঠোঁ পে রাহে যিকরে মুহাম্মদ
আল্লাহ! যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় আক্বা সাদিকও, মাসদুকও

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী সত্য, সত্য এবং সত্য। এই পবিত্র জিহ্বা দ্বারা যে শব্দই বের হয়েছে তা সত্যই বের হয়েছে, সত্য ছাড়া কিছুই বের হয়নি। এটি আপন জায়গায় অকাট্য সত্য। এর পাশাপাশি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরও একটি শানও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: هُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ অর্থাৎ প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাদিকও (সত্যবাদী) এবং মাসদুকও (যাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয়)। **(বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ১৭৯৯, হাদীস: ৭৪৫৪)** অর্থাৎ তিনি সত্যবাদী এবং আল্লাহ পাক এই শানও দান করেছেন যে, তিনি যা বলে দেন তেমনই হয়ে যায়। কোনো কবি একে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

تمہارے مُنہ سے جو نکلی، وہ بات ہو کے رہی　　کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی

তুমহারে মুহঁ সে জো নিকলী, ওহ বাত হো কে রাহী
কাহা জো দিন কো কেহ শব হে তো রাত হো কে রাহী

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ প্রিয় আক্বা, রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান হলো যে, তিনি যা ইরশাদ করেন তা হয়েই থাকে। যদি তর্কের খাতিরে দিনের বেলা হয় আর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, এটি দিন

নয় বরং রাত, তবে মুবারক জিহ্বা থেকে কথা বের হতে যা দেরি তৎক্ষণাৎ রাত হয়ে যাবে।

কূপের পানি মিষ্টি হয়ে গেল

একবার প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথে কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে এক জায়গায় একটি কূপ এল, তার পানি ছিল লবণাক্ত। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: এর নাম কী? বলা হলো: এর নাম বাইসান। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: بَلْ هُوَ نُعْمَانُ না...!! বরং এটি নুমান।

বর্ণিত আছে যে, তাঁর মুবারক জিহ্বা থেকে কেবল এই নাম বের হতে যা দেরি ছিল; সেই কূপ যার পানি আগে লবণাক্ত ছিল, নাম বদলানোর ফলে তা মিষ্টি হয়ে গেল। **(শিফা শরীফ, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা: ২৩৬)**

سُبْحٰنَ اللهِ! এটিই হলো মুস্তফার কথার প্রভাব...!! যা বলে দেন তাই হয়ে যায়। এখানে ভাবার বিষয় রয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে পানি লবণাক্ত ও তিক্ত তখন হয় যখন তাতে বাইরে থেকে কিছু উপাদান মিশে যায়। পানির আসল ফর্মুলা হলো: H^2O অর্থাৎ দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন থাকলে পানি তৈরি হয়। এখন পানি যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে, জমিনের উপর দিয়ে বয়ে যায়, মাটির নিচে চলে যায়, তখন তাতে অন্যান্য খনিজ উপাদানও মিশে যায়। যেমন; সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাশিয়াম ইত্যাদি খনিজ উপাদান যখন পানিতে মিশে তখন পানির স্বাদ বদলে যায়; পানি লবণাক্ত বা তিক্ত

হয়ে যায়, পান করা যায় না। এরপর এই খনিজগুলো বের করার জন্য আমাদের এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার প্ল্যান্ট লাগানো হয়, কয়েক ধরণের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়, প্রচুর টাকা খরচ করে এবং অনেক সময় ব্যয় করে পানি থেকে অতিরিক্ত খনিজ বের করা হয়; তবুও পানির সেই আসল স্বাদ ফিরে আসে না। ভাবার বিষয়! ✯ কোনো প্ল্যান্ট লাগানো হয়নি ✯ পানি ছাঁকাও হয়নি ✯ তাতে থুতু মুবারকও ফেলা হয়নি ✯ কেবল প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাম বদলে দিয়েছেন; এতটুকু বলার সাথেই পানিতে মিশে থাকা সমস্ত অতিরিক্ত খনিজ বেরও হয়ে গেল, পানি একদম স্বচ্ছ ও পরিষ্কারও হয়ে গেল এবং এমন পরিষ্কার হলো যে, তার মূলই বদলে গেল; আগে লবণাক্ত ছিল এখন মিষ্টি হয়ে গেল।

جس سے کھاری کنوئیں شیرۂ جاں بنے | اُس زُلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام

জিস সে খারী কুঁওয়েঁ শেয়রায়ে জাঁ বনে
উস যুলালে হালাওয়াত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩০২)

ব্যাখ্যা: প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পান করা উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা লবণাক্ত পানির কূপ মিষ্টি হয়ে যায়; যা তাঁর মুবারক ঠোঁট স্পর্শ করেছে; সেই মিষ্টি, সুস্বাদু ও স্বচ্ছ পানির উপর লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নের বিষয়টিও সত্য হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু বাক্য থাকে যেগুলোকে আমরা কথার কথা বলি। অর্থাৎ এগুলো এমন বাক্য যা বলার সময় আমরা তার অর্থ উদ্দেশ্য নেই না, এর অর্থের দিকে আমাদের মনোযোগই থাকে না,

কেবল কথার কথা হিসেবে বলে ফেলি। যেমন; মায়েদের অভ্যাস থাকে, তাঁরা বলেন: তোর সর্বনাশ হোক। তোর উদ্দেশ্য সফল হোক, এখন সর্ব কী? নাশ কাকে বলে? এটি যারা বলছে তারা নিজেরাও জানে না। উদ্দেশ্য সফল কাকে বলে, সেদিকেও হয়তো লক্ষ্য থাকে না, কেবল কথার কথা হিসেবে বলে দেন।

আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শান হলো; তিনি কেবল কথার কথা হিসেবেও যা ইরশাদ করেন, তাও সত্য হয়ে যায়। ফক্বীহুল আসর (অর্থাৎ যুগের অনেক বড় আলেম) মুফতী আমীন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: একজন আলিম সাহেব ছিলেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক চিকিৎসা করালেন কিন্তু...!!

তাঁর রোগ বেড়েই চলছিল, বাড়তে বাড়তে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। একদিন তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো; ঘুমিয়ে ছিলেন, স্বপ্নে অসুস্থ হৃদয়ের প্রশান্তি, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন। ওলামা তো ওলামাই হয়ে থাকেন, যেকোনো অবস্থা হোক ইলমের তৃষ্ণার্তই থাকেন। সেই আলিম সাহেবের স্বপ্নে যখন হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন তখন তিনি স্বপ্নেও ইলমি কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। কোনো হাদীস শরীফ সম্পর্কে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই হাদীসটি কি এমন (যেমন আমি আরয করছি)?

এখন এমন সময়ে আমরা সাধারণত বলে দিই; আল্লাহ তোমার ভালো করুক, বিষয়টি এমন নয় বরং এমন। কিন্তু তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ এনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: لَا! عَافَاكَ اللهُ !!... অর্থাৎ না...!! আল্লাহ পাক তোমাকে সুস্থতা দিন, এই হাদীসটি এমন নয়।

যখন সেই আলিম সাহেবের চোখ খুলল তখন কী দেখলেন; সেই রোগ যা হাজারো চিকিৎসায়ও যাচ্ছিল না, মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর সদকায় রোগ চলে গেছে, সেই আলিম সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলো। **(আল বুরহান, পৃষ্ঠা: ২৪০)**

سُبْحٰنَ اللهُ! আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কী মহান...!! এই মুবারক জিহ্বা থেকে যা বের হয় তা হয়েই ছাড়ে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাত গ্রহণের অনেক বছর পর, জাগ্রত অবস্থায় নয় বরং স্বপ্নে তাশরীফ এনে, আনুষ্ঠানিকভাবে দোয়া দেননি, বরং কথার কথা হিসেবে একটি বাক্য ইরশাদ করলেন; এই স্বপ্নে বলা কথারই প্রভাব এমন যে, যেমন বলেছিলেন তৎক্ষণাৎ তেমনই হয়ে গেল।

مَصْدرِ حِکمت وآیات وہ مُبارک دَہن	نَافذ جس کی ہر بات وہ مُبارک دَہن
جس کی فَراخی سے سیراب اپنے پرائے	چشمۂ آبِ حیات وہ مُبارک دَہن

মাসদরে হিকমত ও আয়াত ওহ মুবারক দাহান
নাফিয জিস কী হার বাত ওহ মুবারক দাহান
জিস কী ফারাখী সে সেয়রাব আপনে পরায়ে
চশমায়ে আবে হায়াত ওহ মুবারক দাহান

ব্যাখ্যা: প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখ আল্লাহ পাকের আয়াত এবং ইলম ও হিকমতের আধার। তাঁর মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে। এই মুবারক মুখ থেকে কাউকে কিছু দিতে নিষেধ করেন না। তাঁর মুবারক মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দগুলো অন্যদের জন্য আবে হায়াত এর কাজ করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাণীর কিছু শান আমি আরয করলাম। সত্য এটাই যে,

زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے | تیرے اَوْصاف کا اِک باب بھی پُورا نہ ہوا

জিন্দেগীয়াঁ খতম হুয়ি অওর কলম টুট গেয়ে
তেরে আওসাফ কা এক বাব ভি পুরা না হুয়া

এখন এই বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলা সম্ভব, অনেক কিছু লেখা সম্ভব কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা তাঁর শান বর্ণনা করার হক আদায় করতে পারবই না।

اے رضا خُود صاحِبِ قرآں ہے مدّاحِ حُضُور
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسولاللہ کی

এ্যয় রযা খুদ সাহেবে কুরআঁ হে মাদ্দাহে হুযূর
তুঝ সে কব মুমকিন হে ফির মিদহাত রাসূলুল্লাহ কী

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৫৩)

ব্যস আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার গোলামী, প্রকৃত প্রেম এবং সুন্নাতের পাগল হওয়ার তাওফিক নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: দরস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ সুন্দর যৌবন কাটাতে ✯ সুন্দর বার্ধক্য কাটাতে ✯ মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমে অন্তর আলোকিত করতে ✯ নেক নামাযী হতে ✯ দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য

কল্যাণ পেতে ✯ এবং সুন্নাতের উপর আমলের প্রেরণা লাভ করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজে পূর্ণাঙ্গভাবে অংশ নিন, اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: দরস।

মসজিদে ইলমে দ্বীন শেখানো সুন্নাতে মুস্তফা: ✯ আমাদের নবী, মাক্কী- মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফে ইলমে দ্বীন শেখাতেন এবং ✯ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শিখতেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৩৯)** ✯ বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরাম এবং উম্মতের ওলামাদেরও এটিই মুবারক অভ্যাস ছিল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলরাও এই নেক কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। ✯ আপনারাও এতে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله ✯ ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ অর্জিত হবে ✯ ততক্ষণ মসজিদে বসে থাকার সাওয়াব অর্জিত হবে ✯ নেককার মানুষের সাহচর্য নসীব হবে ✯ বাড়ি থেকেই দরসে অংশগ্রহণের নিয়ত করে রওনা হলে ইলমে দ্বীনের পথে চলার সাওয়াব অর্জিত হবে ✯ اِنْ شَآءَ الله সৃষ্টিজগত এমনকি নদীর মাছেরাও আপনার জন্য দোয়া করবে।

আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد